ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন: কেমন জনপ্রতিনিধি পেলাম?

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৫ মে ২০১৫)

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গত ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন, গোলটেবিল বৈঠক, নতুন ভোটারদের সাথে মতবিনিময় সভা, প্রার্থীদের তথ্যচিত্র ভোটারদের মাঝে বিতরণসহ নতুন ভোটারদের জন্য প্রণীত লিফলেট বিতরণ, মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি।

তফসিল ঘোষণার পর পরই ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আমরা এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, প্রার্থী, সচেতন নাগরিক এবং ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। একইসাথে আইনগতভাবে নির্দলীয় এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহ যেন দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন বা কোন প্রার্থীকে সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং নির্বাচন কমিশন যেন দলীয়ভাবে প্রার্থীদের সমর্থন না দেওয়া এবং আচরণবিধি মেনে চলার ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করে, সে ব্যপারেও আহ্বান জানানো হয়েছিল। দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলনে এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশসহ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছিল। সুপারিশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল পেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করা; আচরণবিধি ভঙ্গের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রার্থিতা বাতিল করা; নির্বাচনে টাকার অবাধ ব্যবহার ও পেশিশক্তির দৌরাত্ম বন্ধ করা; ভোট প্রদানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই রোধে পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়াও আমাদের আহ্বান ছিলো, প্রয়োজনে নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই সেনা মোতায়েন করা; প্রার্থীদের কারও বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা থাকলে তা প্রত্যাহার করা এবং জামিনযোগ্য মামলাসমূহের ক্ষেত্রে জামিন দেওয়া; এই নির্বাচনে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জয়ের জন্য মরিয়া না হয়ে, প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ করা ইত্যাদি। গোলটেবিল বৈঠকে মূল বক্তব্য ছিল নগর সরকার প্রতিষ্ঠা। নতুন ভোটারদের কাছে আমাদের আহ্বান ছিল, জীবনে প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও আওয়াজ তোলার। ৩টি সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থীগণসহ ১৬টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরার পাশাপাশি ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং লিখিত অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলাসহ জনস্বার্থে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। এসব মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটাররাও অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকাসহ দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপী, বিলখেলাপী, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোন অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট না অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সকল অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলা ও ভোটারদের সোচ্চার করা। কিন্তু আমাদের সেই উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনারা সকলেই অবগত। আমরা তফসিল ঘোষণার প্রথম থেকেই নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন বা অনিয়মের অনেক বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তফসিল ঘোষণার আগে থেকেই বিলবোর্ড স্থাপন করে প্রচার চালানো, দলীয়ভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা বা সমর্থন দান, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ, গাড়িবহর নিয়ে মিছিল, মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা, শত-সহস্র মানুষ নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল, অবাধে গণমিছিলের আয়োজন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সপক্ষে প্রচারণাকালে আক্রমন ইত্যাদিকে আচরণবিধি ভঙ্গ বা অনিয়মের নমুনা হিসেবে আমরা দেখতে পারি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে শুধুমাত্র দায়সারাগোছের কিছু কারণ দর্শানোর নোটিশ বা জরিমানা করা ছাড়া কোনো কঠোর অবস্থানে দেখা যায়নি। ফলে নির্বাচন যত কাছে এসেছে, সার্বিক পরিস্থিতির উপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছে এবং নির্বাচনের দিন অনেকাংশে তা ভেঙ্গে পড়েছে।

অথচ এই নির্বাচনকে ঘিরে জনমনে প্রত্যাশা ছিল যে, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, অর্থবহ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বিরাজমান অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে একটি স্বস্তিময় পরিবেশে ফিরে আসতে আমরা সক্ষম হবো। বস্তুত সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা মানুষকে আশাবাদী করেছিল। কিন্তু যেভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তা আশাবাদী মানুষগুলোকে হতাশ করার পাশাপাশি জন্ম দিলো অনেক বিতর্কের।

সুজন অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থার মত নির্বাচনের দিন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে না। তাই নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি সুজনের পক্ষ থেকে। তবে আমরা জানি যে, সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সংস্থা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশসহ বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য তুলে ধরেছে। কয়েকটি সংগঠনের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি):

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি) এর মতে, নির্বাচনের দিন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নির্বাচনী অনিয়ম এবং সহিংসতার ঘটনায় ভরপুর ছিল। বিপুল সংখ্যক ব্যালট ছিনতাই করে সিল মারার ঘটনা, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ভোটকক্ষ দখল, এবং নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেক ভোটকেন্দ্রে নানা ধরনের নির্বাচনী অনিয়মের কারণে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সার্বিক সততা ক্ষুন্ন হয়েছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা কতৃর্ক নির্বাচন কমিশন থেকে পর্যবেক্ষণ কার্ড

সংগ্রহে নানারকম প্রতিবন্ধকতার কারণে এবং এর ফলে পর্যবেক্ষক মোতায়েন করতে জটিলতার কারণে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সততা নস্যাৎ হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণে ২৪%, ঢাকা উত্তরে ৩৯% এবং চট্টগ্রামে ১৯% ভোটকক্ষ যথাযথভাবে বিন্যস্ত বা সাজানো না থাকায় বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে সমস্যার সম্মুখীন হন। পর্যবেক্ষণকৃত ভোটকেন্দ্রগুলোতে গড়ে ৬ জন করে নারী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এসব কর্মকর্তা নিয়োগে নারী ভোটকক্ষকে প্রধান্য দেওয়া হয়নি। ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষিত ভোটকেন্দ্রে (ঢাকা দক্ষিণ: ১২%, ঢাকা উত্তর: ৫% এবং চট্টগ্রাম: ১১%) গণনার সময় প্রার্থীর এজেন্টগণ গণনা সম্পর্কে প্রতিবাদ বা আপত্তি করেন। অন্যদিকে ১৪% ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারগণ বিধি অনুযায়ী ফলাফল সিট কেন্দ্রে টাঙ্গিয়ে দেন নাই। ঢাকা উত্তর সিটির ২০৫টি, ঢাকা দক্ষিণ সিটির ১৩৮টি, চট্টগ্রাম সিটির ২০৩টি কেন্দ্রে ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, জোর পূর্বক ব্যালট পেপারে সিল মারা, সংহিসতা, ভোটকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা, পোলিং এজেন্টদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, ভোট কেন্দ্রের ভেতরে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। সংস্থাটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার ১৪ জন পর্যবেক্ষককে (ঢাকা দক্ষিণ: ৭ জন, ঢাকা উত্তর: ৩ জন এবং চট্টগ্রাম: ৪ জন) ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি; ইডব্লিউজি'র ১৫ জন পর্যবেক্ষককে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হলেও পরে বের করে দেওয়া হয়; অন্যদিকে ইডব্লিউজি'র ৩৪ জন পর্যবেক্ষককে গণনাকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন দিনে সংঘটিত অপকর্ম এবং অনিয়মের কারণে ইডব্লিউজি এ নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য (credible) মনে করে না।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি):

গত ২৯ এপ্রিল ২০১৫ নির্বাচনের পরদিন টিআইবি'র পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিবৃতি দেওয়া হয়। বিবৃতিতে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপি, বিভিন্ন কেন্দ্রে গোলযোগ ও সহিংসতা, ভোট প্রদানে বাধা প্রদান, দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনৈতিক প্রতিবন্ধকতা প্রতিহত করে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রনির্ভর নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতায় গভীর হতাশা ও উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। অন্যদিকে বিতর্কিতভাবে মাঝপথে নির্বাচন বর্জন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ প্রতিষ্ঠার পথে নতুন করে ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে মন্তব্য করা হয়। এ অবস্থায় সকল রাজনৈতিক দলকে সংযত, সহনশীল ও গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি ।

এছাড়াও গত ১৮ মে টিআইবি'র পক্ষ থেকে 'ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'প্রার্থী কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত নির্বাচনী খরচ, ব্যাপকহারে নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন এবং তা প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার জন্য গত মাসের তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যায় না বলে মনে করছে টিআইবি'। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় 'অধিকাংশ প্রার্থীর বিভিন্ন আচরণবিধি লঙ্ঘন, প্রার্থী কর্তৃক অনুমোদিত সীমার তিনগুণের বেশী ব্যয় এবং নির্বাচন কমিশনের দৃঢ় ভূমিকার অভাব ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষপাতিত্বে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী একটি দলের প্রার্থীর নির্বাচনে প্রতিযোগিতার মনোভাবের ঘাটতির কারণে গত ২৮ এপ্রিল সমাপ্ত তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে টিআইবি মনে করে।'

সংস্থাটির মতে, 'ঢাকা উত্তরের জন্য নির্ধারিত ৫০ লক্ষ টাকা সীমার বাইরে তিনজন মেয়র প্রার্থী ২০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেছেন। ঢাকা দক্ষিণের তিনজন মেয়র প্রার্থী অনুমোদিত ৩০ লক্ষ টাকার সীমার বিপরীতে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেন। অন্যদিকে চট্টগ্রামের তিনজন মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ থেকে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের চিত্র উদঘাটিত হয়েছে, যদিও এখানে অনুমোদিত ব্যয়ের সীমা ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা ঢাকায় গড়ে যথাক্রমে ১৫.৯৫ লক্ষ টাকা এবং ৮.২৬ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রামে যথাক্রমে ১৬.৫৮ লক্ষ এবং ১১.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তথ্য অনুযায়ী দলীয় সমর্থন পেতে চট্টগ্রামের মেয়র প্রার্থীদের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা থেকে ৭ কোটি টাকা সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, দলীয় তহবিল এবং ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক নেতাদেরকে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মেয়র প্রার্থীদের পক্ষে এই অবৈধ অর্থ প্রদানে প্রার্থী নিজে ছাড়াও অর্থদাতা হিসেবে স্থানীয় ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একাংশ জড়িত ছিলেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা উভয় ক্ষেত্রেই ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেছেন।'

প্রতিবেদনে নির্বাচনে সেনা মোতায়েনে দোদুল্যমানতা, প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনে সমানভাবে পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা, ভোট জালিযাতি, কারচুপি এবং কেন্দ্র দখলে সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায় নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করা হয়, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশনের এবং প্রভাব বিস্তারের কারণে সংসদ সদস্যদের সমালোচনা করা হয়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র:

তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নানা অভিযোগ, গণমাধ্যমকর্মীদের বাধাদান ও প্রতিপক্ষের ওপর হামলার ঘটনায় আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দেওয়া হয়। বিবৃতিতে নির্বাচনের পূর্বে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক পোলিং এজেন্টদের হুমকি প্রদান, নির্বাচনের সময়ে এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে আসতে বাধা দেয়া এবং কেন্দ্র থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া, ভোটকেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের কর্মী-সমর্থকদের অবাধ চলাচলের সুযোগ এবং দায়িত্ব পালন অবস্থায় গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা এবং ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা ও ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের কেন্দ্র দখল ও সহিংস আচরণের অভিযোগও তোলা হয়। একইসঙ্গে এসব ঘটনাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের আহ্বান জানানো হয়।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন:
ঢাকা ও চট্টগ্রামের তিন সিটি করপোরেশনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে বলে হংকং ভিত্তিক মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন মতামত প্রদান করে। সংস্থাটির মতে, দুই শহরজুড়ে সরকারদলীয় ক্যাডার, পোলিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কারচুপি ও বাক্সে গণহারে ব্যালট ঢুকিয়ে নির্বাচনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে। নির্বাচন কমিশন শাসক দলের জন্য সকল পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বলেও সংস্থাটি অভিমত ব্যক্ত করে।

জাতিসংঘ:
তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করে তদন্ত চায় জাতিসংঘ । নিয়মিত ব্রিফ্রিং এ বলা হয় 'সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পোলিং স্টেশনগুলোতে আগেই ব্যালট ভরা হয়েছে। এমনকি সাংবাদিকদের প্রহার করা হয়েছে। নির্বাচনের ফল প্রচারে মিডিয়াকে বাধা দেয়া হয়েছে।' এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য হতাশা প্রকাশ করেছে।

অধিকার
সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, জালভোট প্রদান ও বিভিন্ন অনিয়মের মধ্য দিয়ে ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করছে 'অধিকার' । দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার এই সংকট ও এ ব্যাপারে সৃষ্ট ব্যাপক হতাশাজনক পরিস্থিতিতে অধিকার গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

প্রথম আলো: তিন সিটি নির্বাচনের দিনে অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রথম আলোর ২৭ জন প্রতিবেদক ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ২৭৯টি ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছেন। এর মধ্যে উত্তরের ১২৩টি ও দক্ষিণের ১৫৬টি ভোটকেন্দ্র। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৭৮টি কেন্দ্রে ঢোকার সময়ে প্রতিবেদকেরা সরকার সমর্থিত নেতা-কর্মী ও পুলিশের বাধার মুখে পড়েছেন। ৪৫টি কেন্দ্রে মারামারি হতে দেখেছেন। ৯৬টি কেন্দ্রে দিনের কোন কোন না সময় ভোট গ্রহণে অনিয়ম যেমন: জালভোট, গণসিল মারতে দেখা গেছে। ১৮ জন প্রতিবেদক বলেছেন ভোটকেন্দ্রগুলোতে বিশৃঙ্খলার সময় পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মত। ভোটে অনিয়মে ক্ষমতাসীন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের সাহায্য করতে দেখেছেন তিনজন প্রতিবেদক। ১৮ জন প্রতিবেদক নির্বাচনী কর্মকর্তাকে অসহায় অবস্থায় দেখেছেন। চারজন বলেছেন 'নিষ্ক্রিয় ও নীরব'। *(২৯ এপ্রিল, ২০১৫ প্রথম আলো)*

উপরোক্ত বক্তব্য বা প্রতিবেদনসমূহই শুধু নয় সিটি করপোরেশন নির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে গণমাধ্যমে অসংখ্য প্রতিবেদন প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকায় এমনও শিরোনাম করা হয়েছে, 'জিতল আওয়ামী লীগ হারল গণতন্ত্র'। গণমাধ্যমে তথ্য গোপন করে প্রার্থী হওয়ার তথ্য যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি নির্বাচনের ফলফলের অসংগতি নিয়েও অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, কোনো কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৯%, আবার কোনো কেন্দ্রে ৯৯%।

কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরও কিছু বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যেমন:

- যেমন একটি সিটিতে যেসব কেন্দ্রে কম ভোট পড়েছে সেসব কেন্দ্রে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী জয়লাভ করেছে, যেগুলোতে ভোট পড়ার হার বেশী সেখানে জিতেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী।
- যেসব কেন্দ্রে সর্বোচ্চ বৈধ ভোট পড়েছে সেসব কেন্দ্রে ভোট বাতিল হয়েছে খুবই কম।
- অস্বাভাবিক বাতিল ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে বৈধ ভোটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।
- নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশিত প্রকাশিত গেজেটে কেন্দ্রভিত্তিক ভোট সংখ্যা এবং কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশের ভোট সংখ্যায় অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।

এই অসংগতিগুলিই বলে দেয়, গত ২৮ এপ্রিলের ৩ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। অসংগতি ও অনিয়মে ভরা এই নির্বাচন কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই এখনই সোচ্চার হতে হবে নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচন কমিশনের ব্যাপক সংস্কারে ব্যাপারে।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণ তলে ধরা, যাতে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা কেমন জনপ্রতিনিধি পেলাম সে সম্পর্কে ভোটারদের অবগত করা। আমরা জানি, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে সাত ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন। নির্বাচনের পূর্বে আমরা তিনটি সিটি করপোরেশনের প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরবো।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র, ৩৬ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ১২ জন নারী কাউন্সিলর (সংরক্ষিত) অর্থাৎ ৪৯ জন নির্বাচিত হলেও আমরা ৪৮ জনের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। কেননা নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে ৩৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আবু তাহের খানের হলফনামার স্থানে মো: সিদ্দিকুর রহমান নামের একজনের হলফনামা সন্নিবেশিত রয়েছে। একইভাবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র, ৫৭ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ১৯ জন নারী কাউন্সিলর (সংরক্ষিত) অর্থাৎ ৭৭ জন নির্বাচিত হলেও আমরা ৭৬ জনের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। কেননা নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে ৭ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব শিরীন গাফফারের হলফনামার স্থানে সালমা ভূঁইয়া নামের একজনের হলফনামা সন্নিবেশিত রয়েছে। তবে চট্টগ্রাম করপোরেশনের মেয়র, ৪১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ১৪ জন নারী কাউন্সিলর (সংরক্ষিত) সকলেরই তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি আমরা।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

সিটি	পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উলেখ নেই	মোট	মন্তব্য
ঢাকা উত্তর	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	২৩ ৬৫.৭১%	৩ ৮.৫৭%	৪ ১১.৪৩%	২ ৫.৭১%	২ ৫.৭১%	১ ২.৮৬%	৩৫ ১০০%	একজনের তথ্য পাওয়া যায়নি
	মহিলা কাউন্সিলর	৩ ২৫%	২ ১৬.৬৭%	১ ৮.৩৩%	২ ১৬.৬৭%	২ ১৬.৬৭%	২ ১৬.৬৭%	১২ ১০০%	
	মোট	২৬ ৫৪.১৬%	৫ ১০.৪১%	৫ ১০.৪১%	৪ ৮.৩৩%	৫ ১০.৪১%	৩ ৬.২৫%	৪৮ ১০০%	
ঢাকা দক্ষিণ	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	২২ ৩৮.৬%	৫ ৮.৭৭%	১৮ ৩১.৫৮%	৭ ১২.২৮%	৫ ৮.৭৭%	০ ০%	৫৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	১০ ৫৫.৫৬%	২ ১১.১১%	৩ ১৬.৬৭%	১ ৫.৫৬%	২ ১১.১১%	০ ০%	১৮ ১০০%	একজনের তথ্য পাওয়া যায়নি
	মোট	৩২ ৪২.১০%	৭ ৮.৯৭%	২১ ২৭.৬৩%	৯ ১১.৮৪%	৭ ৮.৯৭%	০ ০%	৭৬ ১০০%	
চট্টগ্রাম	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	১৪ ৩৪.১৫%	৩ ৭.৩২%	৭ ১৭.০৭%	১০ ২৪.৩৯%	৫ ১২.২%	২ ৪.৮৮%	৪১ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৩ ২১.৪২%	৩ ২১.৪২%	৩ ২১.৪২%	২ ১৪.২৮%	৩ ২৩.০৮%	০ ০%	১৪ ১০০%	
	মোট	১৭ ৩০.৩৫%	৬ ১০.৭১%	১০ ১৭.৮৫%	১৩ ২৩.২১%	৮ ১৪.২৮%	২ ৩.৫৭%	৫৬ ১০০%	
তিন সিটি	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ৬৬.৬৭%	১ ৩৩.৩৩%	০ ০%	৩ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৫৯ ৪৪.৩৬%	১১ ৮.২৭%	২৯ ২১.৮০%	১৯ ১৪.২৮%	১২ ৯.০২%	৩ ২.২৫%	১৩৩ ১০০%	একজনের তথ্য পাওয়া যায়নি
	মহিলা কাউন্সিলর	১৬ ৩৬.৩৬%	৭ ১৫.৯০%	৭ ১৫.৯০%	৫ ১১.৩৬%	৭ ১৫.৯০%	২ ৪.৫৪%	৪৪ ১০০%	একজনের তথ্য পাওয়া যায়নি
	সর্বমোট	৭৫ ৪১.৬৭%	১৮ ১০%	৩৬ ২০%	২৬ ১৪.৪৪%	২০ ১১.১১%	৫ ২.৭৮%	১৮০ ১০০%	দুই জনের তথ্য পাওয়া যায়নি

ঢাকা উত্তর: ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়রের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর। নবনির্বাচিত ৬৫.৭১% (২৩ জন) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরই স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে)। নবনির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের ২৫% (৩জন) স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে) হলেও ৩৩.৩৩% (৪জন) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। ঢাকা উত্তরের স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে) ৪৬.৭৭% (৩৭২ জনের মধ্যে ১৭৪ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৫৪.১৬% (৪৮ জনের মধ্যে ২৬ জন)। তার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় স্বল্প শিক্ষিত প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশী। যদিও মেয়র ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে এই প্রবনতা বিপরীতমূখী। উল্লেখ্য সংরক্ষিত আসনে ৪৮.১৪% (৮১ জনের মধ্যে ৩৯ জন) স্বল্প শিক্ষিত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

ঢাকা দক্ষিণ: ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়রের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। নবনির্বাচিত সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৮.৬০% (২২ জন) স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে)। নবনির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের অধিকাংশই (৫৫.৫৬% বা ১০ জন) স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে)। ঢাকা দক্ষিণে স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে) ৫২.৮৯% (৪৮৪ জনের মধ্যে ২৫৬ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪২.১০% (৭৬ জনের মধ্যে ৩২ জন)। দক্ষিণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় স্বল্প শিক্ষিত প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার কম।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়রের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। নবনির্বাচিত সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৪.১৫% (১৪ জন) স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে)। নবনির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের ২৩.০৮% (৩ জন) স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে) হলেও ৩৫.৭১% (৫ জন) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। চট্টগ্রামের স্বল্পশিক্ষিত (এসএসসির নীচে) ৩৭.৪১% (২৮৬ জনের মধ্যে ১০৭ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩০.৩৫% (৫৬ জনের মধ্যে ১৭ জন)। পাশাপাশি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ২৪.৮২% (২৮৬ জনের মধ্যে ৭১ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৩৭.৫০% (৫৬ জনের মধ্যে ২১ জন)। বিশ্লেষণ থেকে এ কথা বলা যায় যে, চট্টগ্রামের ভোটাররা স্বল্পশিক্ষিতদের তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের গ্রহণ করেছে বেশী।

৩ সিটি: ৩টি সিটি কর্পোরেশনের ৩ জন মেয়র প্রার্থী শিক্ষিত। এদের মধ্যে ১ জন (৩৩.৩৩%) স্নাতকোত্তর এবং ২ জন (৬৬.৬৭%)। ১৩৩ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৪.৩৬% (৫৯ জন) এসএসসির নীচে। সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ৩৬.৩৬% (১৬ জন)। ৩টি সিটি করপোরেশনের সকল প্রার্থীর মধ্যে স্বল্প শিক্ষিতের হার ৪১.৬৭% (৭৫ জন)। অপর দিকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের হার ২৫.৫৫% (৪৬ জন)।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

সিটি	পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	উলেখ নেই	মোট	মন্তব্য
ঢাকা উত্তর	মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	১ ২.৮৬%	৩০ ৮৫.৭১%	১ ২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	৩ ৮.৫৭%	০ ০%	৩৫ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	২ ১৬.৬৭%	১ ৮.৩৩%	০ ০%	৫ ৪১.৬৭%	৩ ২৫%	১ ৮.৩৩%	১২ ১০০%	
	মোট	১ ২.০৮%	৩৩ ৬৮.৭৫%	২ ৪.১৬%	০ ০%	৫ ১০.৪১%	৬ ১২.৫%	১ ২.০৮%	৪৮ ১০০%	
ঢাকা দক্ষিণ	মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	১ ১.৭৫%	৫৩ ৯২.৯৮%	১ ১.৭৫%	০ ০%	০ ০%	১ ১.৭৫%	১ ১.৭৫%	৫৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	৭ ৩৮.৮৯%	১ ৫.৫৬%	১ ৫.৫৬%	৮ ৪৪.৪৪%	১ ৫.৫৬%	০ ০%	১৮ ১০০%	
	মোট	১ ১.৩১%	৬১ ৮০.২৬%	২ ২.৬৩%	১ ১.৩১%	৮ ১০.৫২%	২ ২.৬৩%	১ ১.৩১%	৭৬ ১০০%	
চট্টগ্রাম	মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	২ ৪.৮৮%	৩৭ ৯০.২৪%	১ ২.৪৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২.৪৪%	৪১ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	১ ৭.১৪%	৪ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	২ ১৪.২৮%	৩ ২১.৪২%	৪ ২৮.৫৭%	১৪ ১০০%	
	মোট	৩ ৫.৩৫%	৪২ ৭৫%	১ ১.৭৮%	০ ০%	২ ৩.৫৭%	৩ ৫.৩৫%	৫ ৮.৯২%	৫৬ ১০০%	
তিন সিটি	মেয়র	০ ০%	৩ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৪ ৩%	১২০ ৯০.২২%	৩ ২.২৫%	০ ০%	০ ০%	৪ ৩%	২ ১.৫%	১৩৩ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	১ ২.২৭%	১৩ ২৯.৫৪%	২ ৪.৫৪%	১ ২.২৭%	১৫ ৩৪.০৯%	৭ ১৫.৯০%	৫ ১১.৩৬%	৪৪ ১০০%	
	সর্বমোট	৫ ২.৭৭%	১৩৬ ৭৫.৫৫%	৫ ২.৭৭%	১ ০.৫৫%	১৫ ৮.৩৩%	১১ ৬.১১%	৭ ৩.৮৮%	১৮০ ১০০%	

ঢাকা উত্তর: ঢাকা উত্তর সিটি কপোরেশনের নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ৬৮.৭৫% ব্যবসায়ী। মেয়র ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের মধ্যে বাবসায়ীর হার যথাক্রমে ৮৫.৭১% (৩০ জন) ও ১৬.৬৭% (২ জন)। নারী কাউন্সিলরদের মধ্যে গৃহিনীই সবচেয়ে বেশী ৪১.৬৭% (৫ জন)। বিশ্লেষণে দেখা যায় ঢাকা উত্তরের ৬৭.২০% (৩৭২ জনের মধ্যে ২৫০ জন) ব্যবসায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬৮.৭৫% (৪৮ জনের মধ্যে ৩০ জন)। তার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার কিছুটা বেশী।

ঢাকা দক্ষিণ: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কপোরেশনের নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ৮০.২৬% (৬১ জন) ব্যবসায়ী। মেয়র ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের মধ্যে বাবসায়ীর হার যথাক্রমে ৯২.৯৮% (৫৩ জন) ও ৩৮.৮৯% (৭ জন)। নারী কাউন্সিলরদের মধ্যে গৃহিনীই সবচেয়ে বেশী ৪৪.৪৪% (৮ জন)। বিশ্লেষণে দেখা যায় ঢাকা দক্ষিণের ৭১.২৮% (৪৮৪ জনের মধ্যে ৩৪৫ জন) ব্যবসায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৮০.২৬% (৭৬ জনের মধ্যে ৬১ জন)। দক্ষিণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার অনেক বেশী।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম সিটি কপোরেশনের নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ৭৫% (৪২ জন) ব্যবসায়ী। মেয়র ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের মধ্যে বাবসায়ীর হার যথাক্রমে ৯০.২৪% (৩৭ জন) ও ২৮.৫৭% (৪ জন)। বিশ্লেষণে দেখা যায় চট্টগ্রামের ৬৫.৭৩% (২৮৬ জনের মধ্যে ১৮৮ জন) ব্যবসায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৫% (৫৬ জনের মধ্যে ৪২ জন)। চট্টগ্রামেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার অনেক বেশী।

৩ সিটি: ৩টি সিটি কপোরেশনের নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ৭৫.৫৫% (১৩৬%) ব্যবসায়ী। তিন জন মেয়রের সকলেই (১০০%) ব্যবসায়ী। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের মধ্যে বাবসায়ীর হার যথাক্রমে ৯০.২২% (১২০ জন) ও ২৯.৫৪% (১৩ জন)। নারী কাউন্সিলরদের মধ্যে গৃহিনীই সবচেয়ে বেশী ৩৪.০৯% (১৫ জন)।

বিশ্লেষণ থেকে একথা বলা যায় যে, বর্তমানে জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্বাচনে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে একথা নিদ্বিধায় বলা যায় যে, এবারের ৩টি সিটি নির্বাচনে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

সিটি	পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট	মন্তব্য
ঢাকা উত্তর	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৪ ১১.৪২%	১১ ৩১.৪২%	১ ২.৮৫%	৭ ২০%	২ ৫.৭১%	০ ০%	৩৫ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১২ ১০০%	
	মোট	৪ ৮.৩৩%	১১ ২.৯১%	১ ২.০৮%	৭ ১৪.৫৮%	২ ৪.১৬%	০ ০%	৪৮ ১০০%	
ঢাকা দক্ষিণ	মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	১০ ১৭.৫৪%	১৩ ২২.৮০%	১ ১.৭৫%	৫ ৪.৭৭%	১ ১.৭৫%	০ ০%	৫৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	১ ৫.৫৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ১০০%	
	মোট	১১ ১৪.৪৭%	১৪ ১৮.৪২%	১ ১.৩১%	৭ ৯.২১%	১ ১.৩১%	০ ০%	৭৬ ১০০%	
চট্টগ্রাম	মেয়র	১ ১০০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%	০ ০%	৩ ১০০%	
	কাউন্সিলর	১১ ২৬.৮২%	২১ ৫১.২১%	২ ৪.৮৭%	৮ ১৯.৫১%	৬ ১৪.৬৩%	১ ২.৪৩%	৪১ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	২ ১৪.২৮%	৩ ২১.৪২%	০ ০%	০ ০%	২ ১৪.২৮%	০ ০%	১৪ ১০০%	

	মোট	১৪ ২৫%	২৫ ৪৪.৬৪%	২ ৩.৫৭%	৯ ১৬.০৭%	৯ ১৬.০৭%	১ ৩.৫৭%	৫৬ ১০০%	
তিন সিটি	মেয়র	১ ৩৩.৩৩%	২ ৬৬.৬৭%	০ ০%	২ ৬৬.৬৭%	১ ৩৩.৩৩%	০ ০%	৩ ১০০%	
	কাউন্সিলর	২৫ ১৮.৭৯%	৪৫ ৩৩.৮৩%	৪ ৩%	২০ ১৫.০৩%	৯ ৬.৭৬%	১ ০.৭৫%	১৩৩ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৩ ৬.৮১%	৩ ৬.৮১%	০ ০%	০ ০%	২ ৪.৫৪%	০ ০%	৪৪ ১০০%	
	সর্বমোট	২৯ ১৬.১১%	৫০ ২৭.৭৭%	৪ ২.২২%	২২ ১২.২২%	১২ ৬.৬৬%	১ ০.৫৫%	১৮০ ১০০%	

ঢাকা উত্তর: ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়র এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই এবং অতীতেও ছিল না। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে বর্তমানে ৪ জনের (১১.৪২%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ১১ জনের (৩১.৪২%) বিরুদ্ধে ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ১ জনের (২.৮৫%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং ৭ জনের (২০%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল। বর্তমান ও অতীতে মামলা ছিল ও আছে এমন কাউন্সিলর আছেন ২জন ৫.৭১%)।

ঢাকা উত্তরের সকল প্রার্থীর মধ্যে ১৯.৬২% বিরুদ্ধে বর্তমান থাকলেও নির্বাচিতদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ৮.৩৩%। প্রতিদ্বন্দ্বী ১২.৩৬% প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত হওয়ার হার ২.৯১%। বিশ্লেষণে দেখা যায় মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম।

ঢাকা দক্ষিণ: ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়রের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও বর্তমানে নেই। সংরক্ষিত আসনের শুধুমাত্র একজন কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে বর্তমানে ১০ জনের (১৭.৫৪%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ১৩ জনের (২২.৮০%) বিরুদ্ধে ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ১ জনের (১.৭৫%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং ৫ জনের (৪.৭৭%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল। বর্তমান ও অতীতে মামলা ছিল ও আছে এমন কাউন্সিলর আছেন ১ জন (১.৭৫%)।

ঢাকা দক্ষিণের সকল প্রার্থীর মধ্যে ২০.৪৫% বিরুদ্ধে বর্তমান থাকলেও নির্বাচিতদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ১৪.৪৭%। প্রতিদ্বন্দ্বী ১৩.৬৩% প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত হওয়ার হার ১৮.৪২%। বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার কম হলেও অতীত মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার বেশী।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামের নবনির্বাচিত মেয়রের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে এবং অতীতেও ছিল। এর মধ্যে ৩০২ ধারার মামলাও অতীতে ছিল। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ২ জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, ৩ জনের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং ২ জনের বিরুদ্ধে বর্তমান ও অতীতে আছে ও ছিল। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে বর্তমানে ১১ জনের (২৬.৮২%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ২১ জনের (৫১.২১%) বিরুদ্ধে ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ২ জনের (৪.৮৭%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং ৮ জনের (১৯.৫১%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল। বর্তমান ও অতীতে মামলা ছিল ও আছে এমন কাউন্সিলর আছেন ৬ জন (১৪.৬৩%) এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান ও অতীতে মামলা ছিল ও আছে এমন কাউন্সিলর আছেন ১ জন (২.৪৩%)।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীর মধ্যে ২২.০২% বিরুদ্ধে বর্তমান থাকলেও নির্বাচিতদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ২৫%। পাশাপাশি ২১.৬৭% প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত হওয়ার হার ৪৪.৬৪%। বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমান ও অতীত উভয় মামলার ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার অনেক বেশী।

৩ সিটি: ৩ সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত ৩ জন মেয়রের মধ্যে বর্তমানে ১ জনের (৩৩.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে এবং অতীতে ছিল ২ জনের (৬৬.৬৭%) বিরুদ্ধে; এর মধ্যে ৩০২ ধারার মামলাও ছিল। একজন (৩৩.৩৩%) মেয়রের বিরুদ্ধে বর্তমান ও অতীত উভয় সময়ে মামলা আছে ও ছিল। সংরক্ষিত আসনের ৪৪ জন কাউন্সিলরদের মধ্যে ৩ জনের (৬.৮১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, ৩ জনের (৬.৮১%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং ২ জনের (৪.৫৪%) বিরুদ্ধে বর্তমান ও অতীতে আছে ও ছিল। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে বর্তমানে ২৫ জনের (১৮.৭৯%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ৪৫ জনের (৩৩.৮৩%) বিরুদ্ধে ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ৪ জনের (৩%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং ২০ জনের (১৫.০৩%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল। বর্তমান ও অতীতে মামলা ছিল ও আছে এমন কাউন্সিলর আছেন ৯ জন (৬.৭৬%) এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান ও অতীতে মামলা ছিল ও আছে এমন কাউন্সিলর আছেন ১ জন (০.৭৫%)। ৩ সিটি করপোরেশনের সর্বমোট ১৮০ জন্য মেয়র-কাউন্সিলরের মধ্যে বর্তমানে ২৯ জনের (১৬.১১%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ৫০ জনের (২৭.৭৭%) বিরুদ্ধে ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ৪ জনের (২.২২%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং ২২ জনের (১২.২২%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল। বর্তমান ও অতীতে মামলা ছিল ও আছে এমন কাউন্সিলর আছেন ১২ জন (৬.৬৬%) এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান ও অতীতে মামলা ছিল ও আছে এমন কাউন্সিলর আছেন ১ জন (০.৫৫%)।

তিনটি সিটি করপোরেশনের মোট ১১৪২ জন মেয়র কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২০.৫৭% (২৩৫ জন) বিরুদ্ধে বর্তমান থাকলেও নির্বাচিতদের মধ্যে এই মামলার হার ১৬.১১% (১৮০ জনের মধ্যে ২৯ জন)। পাশাপাশি ১৫.২৩% (১৭৪ জন) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত হওয়ার হার ২৭.৭৭% (৫০ জন)। বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম নির্বাচিতদের হার কম হলেও ও অতীতের মামলার ক্ষেত্রে তা বেশী।

ফৌজদারী মামলার দিক থেকে বিচার করলে এবারের সিটি নির্বাচনে মামলা সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির সংখ্যা অতীতের তুলনায় কম। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার হারও কম।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

সিটি	পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
ঢাকা উত্তর	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৩ ৮.৫৭%	১১ ৩১.৪৩%	১২ ৩৪.২৯%	৪ ১১.৪৩%	২ ৫.৭১%	১ ২.৮৬%	২ ৫.৭১%	৩৫ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৩ ২৫%	২ ১৬.৬৭%	৩ ২৫%	১ ৮.৩৩%	১ ৮.৩৩%	০ ০%	২ ১৬.৬৭%	১২ ১০০%	
	মোট	৬ ১২.৫%	১৩ ২৭.০৮%	১৫ ৩১.২৫%	৫ ১০.৪১%	৩ ৬.২৫%	২ ৪.১৬%	৪ ৮.৩৩%	৪৮ ১০০%	
ঢাকা দক্ষিণ	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৩ ৫.২৬%	১৮ ৩১.৫৮%	২৬ ৪৫.৬১%	২ ৩.৫১%	১ ১.৭৫%	৩ ৫.২৬%	৪ ৭.০২%	৫৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৪ ২২.২২%	১২ ৬৬.৬৭%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ১১.১১%	১৮ ১০০%	
	মোট	৭ ৯.২১%	৩০ ৩৯.৪৭%	২৬ ৩৪.২১%	৩ ৩.৯৪%	১ ১.৩১%	৩ ৩.৯৪%	৬ ৭.৮৯%	৭৬ ১০০%	
চট্টগ্রাম	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	২ ৪.৮৮%	১৪ ৩৪.১৫%	১৫ ৩৬.৫৯%	৫ ১২.২%	২ ৪.৮৮%	০ ০%	৩ ৭.৩২%	৪১ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	২ ১৪.২৮%	৫ ৩৫.৭১%	১ ৭.১৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬ ৪২.৮৫%	১৪ ১০০%	
	মোট	৪ ৭.১৪%	১৯ ৩৩.৯২%	১৬ ২৮.৫৭%	৫ ৮.৯২%	২ ৩.৫৭%	১ ১.৭৮%	৯ ১৬.০৭%	৫৬ ১০০%	
তিন সিটি	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ৩৩.৩৩%	০ ০%	২ ৬৬.৬৭%	০ ০%	৩ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৮ ৬.০১%	৪৩ ৩২.৩৩%	৫৩ ৩৯.৮৪%	১১ ৮.২৭%	৫ ৩.৭৫%	৪ ৩%	৯ ৬.৭৬%	১৩৩ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৯ ২০.৪৫%	১৯ ৪৩.১৮%	৪ ৯.০৯%	১ ২.২৭%	১ ২.২৭%	০ ০%	১০ ২২.৭২%	৪৪ ১০০%	
	সর্বমোট	১৭ ৯.৪৪%	৬২ ৩৪.৪৪%	৫৭ ৩১.৬৬%	১৩ ৭.২২%	৬ ৩.৩৩%	৬ ৩.৩৩%	১৯ ১০.৫৫%	১৮০ ১০০%	

ঢাকা উত্তর: ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত ৪৮ জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ১৯ জন (৩৯.৫৮%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে আয় করেন, ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ১৫ জন (৩১.২৫%), ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৫ জন (১০.৪৮%), ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ৩ জন

(৬.২৫%) এবং ১ কোটি টাকার উপর আয় করেন ২ জন (৪.১৬%)। প্রতিদ্বন্দ্বী ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০৮ (৫৫.৯১%), ৮৬ (২৩.১১), ১৫ (৪.০৩%), ৫ (১.৩৪%) ও ৩ জন (০.৮০%)।

ঢাকা দক্ষিণ: ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত ৭৬ জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ৩৭ জন (৪৮.৬৮%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে আয় করেন, ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ২৬ জন (৩৪.২১%), ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৩ জন (৩.৯৪%), ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ১ জন (১.৩১%) এবং ১ কোটি টাকার উপর আয় করেন ৩ জন (৩.৯৪%)। প্রতিদ্বন্দ্বী ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩১৪ (৬৪.৮৭%), ১০৬ (২১.৯০%), ৭ (১.৪৪%), ২ (০.৪১%) ও ৭ জন (১.৪৪%)।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৬ জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ২৩ জন (৪১.০৭%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে আয় করেন, ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ১৬ জন (২৮.৫৭%), ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৫ জন (৮.৯২%), ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ২ জন (৩.৫৭%) এবং ১ কোটি টাকার উপর আয় করেন ১ জন (১.৭৮%)। প্রতিদ্বন্দ্বী ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭৪ (৬০.৮৩%), ৫১ (১৭.৮৩%), ১০ (৩.৪৯%), ৩ (১.০৪%) ও ৪ জন (১.৩৯%)।

৩ সিটি: ৩ সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত ১৮০ জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ৭৯ জন (৪৩.৮৮%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে আয় করেন, ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ৫৭ জন (৩১.৬৬%), ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ১৩ জন (৭.২২%), ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ৬ জন (৩.৩৩%) এবং ১ কোটি টাকার উপর আয় করেন ৬ জন (৩.৩৩%)। প্রতিদ্বন্দ্বী ১১৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৯৬ (৬০.৯৪%), ২৪৩ (৪১.২৭%), ৩২ (২.৮০%), ১০ (০.৮৭%) ও ১৪ জন (১.২২%)।

সকল প্রার্থীর মধ্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন এমন ৬০.৯৪% (৬৯৬ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৪৩.৮৮% (৭৯ জন)। অপরদিকে বছরে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন এমন ২.১০% (২৪ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৬.৬৬% (১২ জন)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও, অধিক আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশী।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

সিটি	পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উলেখ নেই	মোট	মন্তব্য
ঢাকা উত্তর	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৯ ২৭.২৭%	১২ ৩৬.৩৬%	২ ৬.০৬%	৪ ১২.১২%	৬ ১৮.১৮%	০ ০%	২ ৫.৭১%	৩৫ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৩ ৩০%	৩ ৩০%	২ ২০%	১ ১০%	১ ১০%	০ ০%	২ ১৬.৬৭%	১২ ১০০%	
	মোট	১২ ২৫%	১৫ ৩১.২৫%	৪ ৮.৩৩%	৫ ১০.৪১%	৭ ১৪.৫৮%	১ ২.০৮%	৪ ৮.৩৩%	৪৮ ১০০%	
ঢাকা দক্ষিণ	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	১২ ২১.৮২%	১৯ ৩৪.৫৫%	৭ ১২.৭৩%	১০ ১৮.১৮%	৭ ১২.৭৩%	০ ০%	২ ৩.৫১%	৫৭ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৯ ৫০%	৯ ৫০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ১০০%	
	মোট	২১ ২৭.৬৩%	২৮ ৩৬.৮৪%	৭ ৯.২১%	১০ ১৩.১৫%	৭ ৯.২১%	১ ১.৩১%	২ ২.৬৩%	৭৬ ১০০%	
চট্টগ্রাম	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	
	কাউন্সিলর	১০ ২৫%	১৯ ৪৭.৫%	৪ ১০%	৪ ১০%	৩ ৭.৫%	০ ০%	১ ২.৪৪%	৪১ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	৫ ৩৫.৭১%	৭ ৫০%	১ ৭.১৪%	১ ৭.১৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৪ ১০০%	

	মোট	১৫ ২৬.৭৮%	২৬ ৪৬.৪২%	৫ ৮.৯২%	৫ ৮.৯২%	৩ ৫.৩৫%	১ ১.৭৮%	১ ১.৭৮%	৫৬ ১০০%	
তিন সিটি	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ১০০%	০ ০%	৩ ১০০%	
	কাউন্সিলর	৩১ ২৩.৩০%	৫০ ৩৭.৫৯%	১৩ ৯.৭৭%	১৮ ১৩.৫৩%	১৬ ১২.০৩%	০ ০%	২ ৪.৫৪%	১৩৩ ১০০%	
	মহিলা কাউন্সিলর	১৭ ৩৮.৬৩%	১৯ ৪৩.১৮%	৩ ৬.৮১%	২ ৪.৫৪%	১ ২.২৭%	০ ০%	৫ ৩.৭৫%	৪৪ ১০০%	
	সর্বমোট	৪৮ ২৬.৬৬%	৬৯ ৩৮.৩৩%	১৬ ৮.৮৮%	২০ ১১.১১%	১৭ ৯.৪৪%	৩ ১.৬৬%	৭ ৩.৮৮%	১৮০ ১০০%	

ঢাকা উত্তর: ঢাকা উত্তরের ৪৮ জন নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬.২৫% (২৭ জন) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং ১৬.৬৬% (৮ জন) কোটিপতি। মোট ৩৭২ জনের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৬৫.৮৬% (২৪৫ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৫৬.২৫% (২৭ জন)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৬.৪৫% (২৪ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৬.৬৬% (৮ জন)। বিশ্লেষণ থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত কম সম্পদের মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম নির্বাচিত হলেও অধিক সম্পদের মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হয়েছেন বেশী।

ঢাকা দক্ষিণ: ঢাকা উত্তরের ৭৬ জন নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৬৪.৪৭% (৪৯ জন) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং ১০.৫২% (৮ জন) কোটিপতি। মোট ৪৮৪ জনের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৭৭.৮৯% (৩৭৭ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৬৪.৪৭% (৪৯ জন)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৫.১৬% (২৫ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১০.৫২% (৮ জন)। বিশ্লেষণ থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত কম সম্পদের মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম নির্বাচিত হলেও অধিক সম্পদের মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হয়েছেন বেশী।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৫৬ জন নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৩.২১% (৪১ জন) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং ৭.১৪% (৪ জন) কোটিপতি। মোট ২৮৬ জনের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৮০.৪১% (২৩০ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৭৩.২১% (৪১ জন)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৬.৯৯% (২০ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭.১৪% (৪ জন)। বিশ্লেষণ থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত কম সম্পদের মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম নির্বাচিত হলেও অধিক সম্পদের মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হয়েছেন বেশী।

৩ সিটি: ৩টি সিটি করপোরেশনে ১৮০ জন নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৬৫% (১১৭ জন) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার নিচে। এদের মধ্যে ১১.১১% (২০ জন) কোটিপতি। মোট ১১৪২ জনের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৭৪.৬০% (৮৫২ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৬৫% (১১৭ জন)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৬.০৪% (৬৯ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১১.১১% (২০ জন)। বিশ্লেষণ থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত কম সম্পদের মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম নির্বাচিত হলেও অধিক সম্পদের মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হয়েছেন বেশী।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

সিটি	পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট	মোট ঋণ গ্রহীতা
ঢাকা উত্তর	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%
	কাউন্সিলর	১ ২৫%	০ ০%	২ ৫০%	০ ০%	০ ০%	১ ২৫%	৩৫ ১০০%	৪ ১১.৪২%
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১২ ১০০%	০ ০%
	মোট	১ ২০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	০ ০%	২ ৪০%	৪৮ ১০০%	৫ ১০.৪১%

ঢাকা দক্ষিণ	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%
	কাউন্সিলর	১ ১০%	২ ২০%	২ ২০%	১ ১০%	৩ ৩০%	১ ১০%	৫৭ ১০০%	১০ ১৭.৫৪%
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ১০০%	০ ০%
	মোট	১ ১০%	২ ২০%	২ ২০%	১ ১০%	৩ ৩০%	১ ১০%	৭৬ ১০০%	১০ ১৩.১৫%
চট্টগ্রাম	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%
	কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২৫%	২ ৫০%	১ ২৫%	৪১ ১০০%	৪ ৯.৭৫%
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৪ ১০০%	১ ৭.১৪%
	মোট	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	২ ৪০%	১ ২০%	৫৬ ১০০%	৫ ৮.৯২%
তিন সিটি	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ৩৩.৩৩%	৩ ১০০%	১ ৩৩.৩৩%
	কাউন্সিলর	২ ১১.১১%	২ ১১.১১%	৪ ২২.২২%	২ ১১.১১%	৫ ২৭.৭৭%	৩ ১৬.৬৬%	১৩৩ ১০০%	১৮ ১৩.৫৩%
	মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪৪ ১০০%	১ ২.২৭%
	সর্বমোট	২ ১০%	৩ ১৫%	৪ ২০%	২ ১০%	৫ ২৫%	৪ ২০%	১৮০ ১০০%	২০ ১১.১১%

ঢাকা উত্তর: ঢাকা উত্তরের ৪৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ১০.৪১% (৫ জন)। ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ছিল মাত্র ৮.৬০% (৩২ জন)। ৫ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহীতা ২ জন (৪০%)।

ঢাকা দক্ষিণ: ঢাকা দক্ষিণের ৭৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ১৩.১৫% (১০ জন)। ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ছিল মাত্র ৮.২৬% (৪০ জন)। ১০ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহীতা ৪ জন (৪০%)।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামের ৫৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৮.৯২% (৫ জন)। ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ছিল মাত্র ১৩.২৮% (৩৮ জন)। ৫ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহীতা ৩ জন (৩০%)।

৩ সিটি: ৩ সিটি করপোরেশনের ১৮০ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ১১.১১% (২০ জন)। ১১৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ছিল মাত্র ৯.৬৩% (১১০ জন)। ২০ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহীতা ৯ জন (৪৫%)।

৭. আয়কর সংক্রান্ত তথ্য:

সিটি	পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট	মোট কর প্রদানকারী
ঢাকা	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%

উত্তর	কাউন্সিলর	১৪ ৪৮.২৮%	৪ ১৩.৭৯%	৫ ১৭.২৪%	২ ৬.৯%	২ ৬.৯%	২ ৬.৯%	০ ০%	৩৫ ১০০%	২৯ ৮২.৮৫%
	মহিলা কাউন্সিলর	৫ ৮৩.৩৩%	০ ০%	১ ১৬.৬৭%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১২ ১০০%	৬ ৫০%
	মোট	১৯ ৫২.৭৭%	৪ ১১.১১%	৬ ১৬.৬৬%	২ ৫.৫৫%	২ ৫.৫৫%	২ ৫.৫৫%	১ ২.৭৭%	৪৮ ১০০%	৩৬ ৭৫%
ঢাকা দক্ষিণ	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%
	কাউন্সিলর	১৫ ৪২.৮৬%	১ ২.৮৬%	১০ ২৮.৫৭%	৩ ৮.৫৭%	৫ ১৪.২৯%	০ ০%	১ ২.৮৬%	৫৭ ১০০%	৩৫ ৬১.৪০%
	মহিলা কাউন্সিলর	১৩ ৯২.৮৬%	১ ৭.১৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ১০০%	১৪ ৭৭.৭৭%
	মোট	২৮ ৫৬%	২ ৪%	১০ ২০%	৩ ৬%	৫ ১০%	০ ০%	২ ৪%	৭৬ ১০০%	৫০ ৬৫.৭৮%
চট্টগ্রাম	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
	কাউন্সিলর	১১ ২৮.৯৫%	১ ২.৬৩%	১২ ৩১.৫৮%	২ ৫.২৬%	৮ ২১.০৫%	২ ৫.২৬%	২ ৫.২৬%	৪১ ১০০%	৩৮ ৯২.৬৮%
	মহিলা কাউন্সিলর	১০ ৮৩.৩৩%	২ ১৬.৬৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৪ ১০০%	১২ ৮৫.৭১%
	মোট	২১ ৪১.১৭%	৩ ৫.৮৮%	১২ ২৩.৫২%	২ ৩.৯২%	৮ ১৫.৬৮%	৩ ৫.৮৮%	২ ৩.৯২%	৫৬ ১০০%	৫১ ৯১.০৭%
তিন সিটি	মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ৩৩.৩৩%	২ ৬৬.৬৭%	৩ ১০০%	৩ ১০০%
	কাউন্সিলর	৪০ ৩৯.২১%	৬ ৫.৮৮%	২৭ ২৬.৪৭%	৭ ৬.৮৬%	১৫ ১৪.৭০%	৪ ৩.৯২%	৩ ২.৯৪%	১৩৩ ১০০%	১০২ ৭৬.৬৯%
	মহিলা কাউন্সিলর	২৮ ৮৭.৫%	৩ ৯.৩৭%	১ ৩.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪৪ ১০০%	৩২ ৭২.৭২%
	সর্বমোট	৬৮ ৪৯.৬৩%	৯ ৬.৫৬%	২৮ ২০.৪৩%	৭ ৫.১০%	১৫ ১০.৯৪%	৫ ৩.৬৪%	৫ ৩.৬৪%	১৮০ ১০০%	১৩৭ ৭৬.১১%

ঢাকা উত্তর: ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত ৪৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৫% (৩৬ জন) কর প্রদান করেন। ৩৬ জন কর প্রদানকারীর মধ্যে অধিকাংশের (৬৩.৮৮% বা ২৩ জন) করের পরিমান ১০ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৫ জন (১৩.৮৮%)। সর্বমোট ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৯.৬২% (২৫৯ জন) কর প্রদানকারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৫% (৩৬ জন)।

ঢাকা দক্ষিণ: ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত ৭৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৬৫.৭৮% (৫০ জন) কর প্রদান করেন। ৫০ জন কর প্রদানকারীর মধ্যে অধিকাংশের (৬০% বা ৩০ জন) করের পরিমান ১০ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৭ জন (১৪%)। সর্বমোট ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৯.২৯% (২৮৭ জন) কর প্রদানকারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬৫.৭৮% (৫০ জন)।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৬ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৯১.০৭% (৫১ জন) কর প্রদান করেন। ৫১ জন কর প্রদানকারীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকের (৪৭.০৫% বা ২৪ জন) করের পরিমান ১০ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ১৩ জন (২৫.৪৯%)। সর্বমোট ২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮১.১১% (২৩২ জন) কর প্রদানকারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৯১.০৭% (৫১ জন)।

৩ সিটি: তিনটি সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত ১৮০ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৬.১১% (১৩৭ জন) কর প্রদান করেন। ১৩৭ জন কর প্রদানকারীর মধ্যে অধিকাংশের (৫৬.২০% বা ৭৭ জন) করের পরিমান ১০ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ২০ জন (১৪.৫৯%)। সর্বমোট ১১৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৮.১২% (৭৭৮ জন) কর প্রদানকারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৬.১১% (১৩৭ জন)।

বিশ্লেষণে একথা বলা যায় যে, করপ্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশী। অধিক সম্পদের মালিকরা অধিক হারে নির্বাচিত হওয়ার কারণেও এমনটি ঘটে থাকতে পারে। তবে কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দেওয়ায় কর প্রদানকারীর প্রকৃত সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

সুজন মনে করে, বিধ্বস্ত একটি নির্বাচন ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে সঠিক পথে আনা, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা এবং নির্বাচনী আইনের সংস্কার ছিল জাতিগতভাবে আমাদের বড় অর্জন। নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা, নিরপেক্ষতার অভাব এবং নির্বাচনী আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগে নমনীয়তা এবং কোথাও কোথাও পক্ষপাতদুষ্টতা সেই অর্জনকে আমরা বিসর্জন দিতে বসেছি; যা আমাদের কাম্য ছিল না। এখনই যদি আমরা যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করি, তবে আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা জরুরি:

- সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের কমিশনারদের নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন।
- আইনে সার্চ কমিটি গঠনের বিধান রাখা এবং আইনানুযায়ী স্বচ্ছতার সঙ্গে সৎ, দক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগদান।
- সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী আইনকে আরও শক্তিশালী করা।
- প্রার্থী প্রদত্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চালু করা এবং অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের মনোনয়ন বাতিলের বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং তাদের ফৌজদারি আইনের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা।
- ভবিষ্যতে আইনী বিধি-বিধানসমূহ কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করা।
- ওয়েবসাইটে সঠিকভাবে তথ্য সন্নিবেশনে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং এই নির্বাচনের মত দ্রুততার সাথে ওয়েবসাইটে তথ্য সন্নিবেশনের ধারাটি অব্যাহত রাখা।
- হলফনামা ফরমে কিছু পরিবর্তন এনে সময়োপযোগী করা।
- চলমান পদ্ধতির পাশাপাশি মনোনয়নপত্র দাখিলে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা।
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে পোস্টার ও প্রার্থীদের তথ্যচিত্র প্রকাশসহ প্রার্থীদের নিয়ে প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজন করা।
- ভোট গ্রহণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

আমরা মনে করি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। একটি শোষণহীন সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়া। এই চেতনায় বলীয়ান হয়ে নিশ্চয়ই আমরা সমন্বিত প্রচেষ্টায় সকল বাঁধা অতিক্রম করে আমাদের জাতিগত স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ঘটাতে সক্ষম হবো।

তথ্যসূত্র: বিশেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd)।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তূলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন: www.votebd.org